অপালার ঘরে ফেরা

কদিন ধরেই অপালার মনটা বেশ বিষন্ন, কিছুই যেনো ভালো লাগছেনা। ঘর পালানো সুর আবার বেজে যাচ্ছে মনের মাঝে। অথচ মাত্র সামারেই দেশ থেকে ঘুরে এলো অপালা সপরিবারে, কিন্তু দু-মাস না যেতেই এখনি আবার মনটা পালাই পালাই করছে। অপালা কাজ করেনা সে ঠিক আছে কিন্তু অপালার বরেরতো চাকুরী রয়েছে। বেশ বড় পদে কাজ করেন অপালার স্বামী। হুটহাট ছুটি নেয়া তার পক্ষে কখনই সম্ভব না। এই এক বড় অসুবিধা অপালার, সারাক্ষন বাড়ীর জন্য, দেশের জন্য— প্রিয় বাংলাদেশের জন্য মন কেমন যেনো হু হু করতে থাকে। এমনিতে এক রকম এদিক-ওদিক বেড়ানো, পার্টি, হুল্লোড় করে আর দেশের সবার কথা ভাবতে ভাবতে প্রবাসের দিনগুলো কেটে যায় কিন্তু শীত এলেই আর যেনো সময় কাটতে চায় না এই স্ক্যান্ডেনেভিয়ান এলাকায়, কঠিন ভয়াবহ আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত যে জায়গা পৃথিবী জুড়ে। অন্ধকারের মাঝেই দিনের শুরু আর অন্ধকারের মাঝেই দিবা অবসান। মাঝে হয়তো একটু আলোর ঝলক এলো কি এলো না। তাও এক রকম চলে যেতো বাধ সাধে সারাক্ষন অপয়া বৃষ্টিটা, সারাক্ষন ঝিরঝির ঝরেই যাচ্ছে তার সাথে চলে সারাক্ষন ঝড়ো হাওয়া, এতো তীব্র সে হাওয়ার গতিযে হাতের ছাতা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সে উড়িয়ে নিয়ে চলে। এভাবে চার মাস বাড়ীতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে ভাবলেই অপালার অস্থির লাগতে থাকে। ঠিক সেই সময়েই অপালার চোখে ভাসতে থাকে মায়ের হাতের তৈরী গরম গরম ভাপা পিঠার ছবি, ঠান্ডা খেজুরের সুরভিত রস, টি-এস-সির গরম সিঙ্গারা আর বাতাসে নাম না জানা ফুলের সুবাস নিয়ে আসা রোদ ঝলমলে দিন। নানা রঙ্গের ফুল ফুটে আরো মায়াবীনি করে তোলে অপালার চিরচেনা ঢাকাকে।

অপালা নিজেকে অনেক বোঝানোর চেষ্টাও করে, দেশে ঘুরতে যাওয়াতো আর সবসময় মুখের কথা নয় অনেক খরচেরও ব্যাপার। তাছাড়া অপালা স্বামীকে একা রেখে যাবে কি করে, তার দেখাশোনাটাই বা কে করবে। কিন্তু তবুও মন ছুটে চলে সেই 'সবুজবেশের ঘুমের দেশে' মনতো সবসময় যুক্তি দিয়ে চলে না। যুক্তির বসবাসতো মাথায় আর হৃদয়ের বসবাস বুকের গহীনে। তারপর একদিন ভিরু হৃদয় নিয়ে অপালা স্বামীকে শীতে মেয়েকে নিয়ে দেশে ঘুরে আসার কথাটা বলেই ফেলে। প্রথমে অপালার স্বামী আপত্তি করলেও নাছোরবান্দা অপালার কাছে হার মানতেই হয়। অনেক যুক্তি দেয় অপালা স্বামীকে মেয়েটা সেখানে শীতে ভালো থাকবে আর কবছর বাদে মেয়েকে স্কুলে দিতে হবে তখনতো এমন সুযোগ হবেনা ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্বামীর 'হ্যা' যখন মিললো তখন অপালার খুশী যেনো আর আটেনা। অপালা পাখায় ভর দিয়ে উড়তে লাগল। দ্রুত দেশের সকলের জন্য কেনাকাটা সেরে সুটকেস গোছাতে বসল অপালা। অপালার যেন দিন কাটেতো রাত কাটেনা। সারাক্ষন ভেবে চলছে কোথায় কোথায় ঘুরবে অপালা। টি-এস-সি, বন্ধুদেরসাথে আডডা, বেইলী রোডে নাটক দেখা, পিকনিকে ঢাকার বাইরে কোথাও ঘুরে আসা, বানিজ্য মেলা, নতুন হওয়া হেরিটেজ পার্কে যাওয়া আরো অনেক অনেক পরিকল্পনা বুনে চলছে অপালার উড়ে চলা মন। শীতের ঢাকা যেনো টগবগে তরুন যুবক, তারুন্যের রূপছায়া অঙ্গে নিয়ে সবাইকে ডেকে যাছেছ। লালকৃষ--চুরার ছায়ায় ঢাকা 'ঢাকা' তখন আরো আকর্ষনীয় সর্ব রঙ্গে ও ঢঙে।

তারপর একদিন সেই লোভনীয় দিনটি এলো, উড়ল অপালা পাখী হয়ে নীল আকাশে মাতৃভুমির টানে। অনেক অনেক স্বপ্ন চোখে নিয়ে, অনেক ভালবাসা বুকে নিয়ে নিজের জায়গায়। বেশ কাটছিল অপালার দিনগুলো শপিং, আড্ডা, ঘুরে-বেড়ানো, মা-বাবার স্নেহ নিয়ে। একদিন অপালা মহানন্দে বাইরে ঘরে বেডাচ্ছিল হঠাৎ অপালার ভাইয়ের ফোন এলো অপালার মোবাইলে, উদ্বিগ্ন অপালার ভাই বলল অপালা যেন এক্ষুনি বাড়ী ফিরে যায়, দেশের অবস্থা খুব খারাপ। ভীরু অপালা দ্রুত মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরল ভাবতে ভাবতে এইতো সব ঠিক ছিল, কি এমন ভয়ানক ঘটলো? বাড়ী ফিরে অপালা দেখতে পেলো সবার আতংকিত চেহারা টিভির পর্দার উপর। টিভিতে খবর আবারো বোমা হামলা, সবাই স্তম্ভিত। আবারো। আবারো।।। পর পর ঘটে চললো এই মর্মান্তিক ঘটনা। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল এক নাম না জানা আতংক। কোথায় যেনো ঘটে যায় কোন মুহুর্তে আবার অঘটন। সবার মাঝে কাজ করছে অবিশ্বাস। সবাই সবাইকে দেখছে সন্দেহের চোখে। যুদ্ধ কখনও অপালা দেখেনি কিন্তু যুদ্ধের গল্প শুনেছে. সেখানের শত্রুদেরতো তবু চেনা যায় কিন্তু এরা যে একই দেশের, একই ভাষার, একই বর্ণের - গোত্রের লোক, এদের চিনবে কি করে লোকে? আগের দিনের যুদ্ধের তবু একটা যেনো তেনো কারণ দাড় করানো যেতো, অন্য ধর্ম বা রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য কিন্তু দেশের ভাইদের উপর স্বদেশীয়দের কি সেই আক্রোশ বা উন্যাদনা যা ভাই ভাইকে হত্যা করতে উদ্ধত করে তোলে? কোন সে ধর্ম যা মানুষকে মানুষ মারতে শিখায়? প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ ধর্মের নামে বলি হয়েছে, মানুষের জন্য ধর্ম না হয়ে কেমন করে যেনো ধর্মের জন্য মানুষ হয়ে যায়। বিষন্নতায় ভরে গেলো এই ফুলে ফুলে সাজানো ধরনী শুধু অপালার কাছে নয়, সকলেরই কাছে। নাম না জানা আতংক ম্লান করে দিলো নীল আকাশের উজ্জলতা আর অবুঝ শিশুর বাবার জন্য ব্যাকুল কান্না ফিকে করে দিলো উতাল করা ফুলের সৌরভের নেশা।

অপালা ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি কিছুই বুঝেনা শুধু বুঝে নিরাপদে-নিশ্চিন্তে পরিবার পরিজন নিয়ে বেচে থাকা। একি খুব বেশী চাওয়া এ পৃথিবীতে? কেনো অপালার মতো সাধারণ লোকেরা যাদের চাহিদা খুব সামান্য এভাবে অকালে প্রাণ দিবে? যারা আজ অকাতরে প্রাণ দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশেরই জীবনতো অনেক সহজ সরল স্বপ্ন আশাকে ঘিরে আবর্তিত। সাধারান ভাবে জীবন যাপন করার জন্য, পরিবারের সকলের জন্য অন্ন যুগিয়ে মুখে হাসি ফোটানোই যাদের একমাত্র ধর্ম তারা কেনো অন্যের লোভের জন্য ঝরে যাবেন? ইহকালেই যারা চিরবঞ্চিত তাদেরকে মেরে 'পরকালেও' অনন্ত সুখের সন্ধান করছে কিছু লোভী মানব সন্তান, হায় সেলুকাস কি বিচিত্র এই পৃথিবী! লোভের যে আর নেই পরিসীমা। যেখানে আজ টেকনোলজীর যুদ্ধ নিয়ে প্রতিবেশী রাস্ট্রগুলো মহাযুদ্ধে লিপ্ত সে জায়গায় পাচশ বছর পিছিয়ে থাকা মাতৃভুমিকে হাজার বছর পিছনে টানার চেষ্টা চলছে। অপালা ভাবে কত অর্থ তারা ব্যয় করছেন বোমা বানাতে, তারা কি পারেন না সেই অর্থ ঢেলে দিতে মানুষের খাদ্য যোগাড়ে? এই দেশেতেই তো মঙ্গায় না খেয়ে, শীতে কষ্ট পেয়ে কত লোক প্রাণ দিচ্ছেন। তাদের মুখে হাসি ফোটালে তাতে কি ধর্ম রক্ষা হবে না? মানুষের প্রাণ রক্ষার চেয়ে আর কি ধর্ম আছে বড় অপালা তা জানে না। এই ঐশ্বর্যের পাহাড় প্রাণ ধ্বংসকারী বোমা না বানিয়ে প্রাণ রক্ষাকারী খাদ্য, ওষুধের পিছনে উজার করে দিলে কি ধর্ম পালন হয় না? কিসের অভাব নেই এই আমাদের চিররুগু, চিরদরিদ্র - ভঙ্গুর দেশটিতে? সর্ব জায়গায় পরাজিত চিরঅপমানিত আমাদের এই মাতৃভূমি। তারপরও নির্লজ্জ আমরা দেশভক্তির গান গাই।

অপালাকে দেখে অনেকই অবাক হন এ অসময়ে অপালা দেশে কি করছে? যারা এক সময় আপালার একা বিদেশ বিভুইয়ে পরে থাকা নিয়ে অনুযোগ করতেন, স্নেহমাখা কঠে মাথায় হাত রেখে বলতেন দুমুঠো ভাততো যোগাড় হয়েই যাবে তবে কেনো অপালা সব্বাইকে ফেলে একা দুরদেশে পড়ে থাকবে? যত যাই হোক অপালার নিজের দেশেই ফিরে আসা উচিৎ, তারাই আজ অপালাকে মেয়ে নিয়ে শিগগীর ফিরে যেতে বলছে নিরাপদ কোথাও। শুধু তাই নয় যেকোন উপায়ে অপালা সাথে যদি আর কাউকে নিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাও যেনো করে। মাতৃভুমি আজ তার সন্তানদের নিরাপত্তা দিতে পারছেনা। তাই দুরে কোথাও নিরাপত্তার সন্ধান করতে হবে সে বাসন মেজেই হোক কিংবা ট্যািক্স চালিয়েই হোক তবু বেচেতো থাকবে। মাঝে মাঝে অপালা মনে মনে একা ভাবে আর হেসে ফেলে 'কোথায় সেই কাঞ্জিত নিরাপত্তা আজ এ বিশাল পৃথিবীতে?' এমেরিকা, ইংল্যান্ড, স্পেনের মতো দেশেওতো ঘটে যাচ্ছে নারকীয় কান্ড কিন্তু তারপরও অপালা নিজের মনেই স্বীকার করতে বাধ্য হয় তবুও দেশের সাথে কোথায় যেনো একটা বিরাট পার্থক্য থেকে যায়। কোথাও বোধহয় আততায়ীরা চিহিত হয়ে মজাসে বসে সাধারণ জনগনের দুর্দশা দেখার সুযোগ পাচ্ছে না। এ যেনো হরর ফিল্মের ভ্যাম্পায়ার, আনন্দ উপভোগ করার জন্য চতুর্দিকে ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে মজা দেখছে। সেই কান্ডই যেনো চতুর্দিকে ঘটে চলছে।

আবারো বন্দী অপালা কিন্তু এবার প্রিয় মাতৃভুমিতে। এখানে নেই শীতের প্রচন্ড কম্পন, নেই অবিরাম বরফ পড়ার সাথে ঝোড়ো হাওয়ার তাল্ডব, নেই অবিরাম ঘড়ির কাটায় তাল মিলিয়ে ছুটে চলা ব্যস্ত জীবন কিন্তু তবু এখানে সবাই বন্দী অদৃশ্য কোন শক্তির তান্ডবের কাছে। মধ্যদুপুরে সবুজ মাঠের ওপার হতে ভেসে আসে কোন রাখাল বালকের বাশীতে ঘর পালানো উদাসী সুর, কৃষ-চুড়ার লালের সাথে নদীর কলতান মিশে তৈরী করে বুকের মাঝে নাম না জানা এক কষ্টের, ইচ্ছে করে ছুটে যাই বাইরে দেখি আজ প্রকৃতি কিরুপে সেজেছে, আকাশ কেমন নীল কিন্তু কোথাও যেতে চাইলে হাজারো বারন ছুটে আসে চতুর্দিক থেকে, 'যাস না, যাস না, কোথায় কখন কি হয় তার ঠিক নেই'। এভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা মাথায় নিয়ে সারাক্ষন কি করে লোকে বেচে থাকে? কোথাও দুরে শব্দ হলে সবাই চমকে চমকে উঠে আবার কি হলো? ছায়াঢাকা- মায়াঘেরা মাতৃভুমিতে সবাই আজ হাসফাস করছে দুদন্ড স্বস্তির জন্য। অপালার স্বামীও খুবই উদ্বিগ্ন, তিনি ঘন ঘন ফোন করছেন অপালাকে ফিরে যাওয়ার জন্য। স্ত্রী-মেয়ের নিরাপত্তা তাকে ভাবাচ্ছে। আর কটা দিন পেরোলেই শুরু হবে নতুন বছর, বিশ্ব সংসারে আরম্ভ হবে নতুন হিসেব। সবাই ব্যস্ত নতুনকে আমন্ত্রন জানাতে। অপালাও মনে মনে সারাক্ষন প্রার্থনা করছে ' অনাগত নতুন দিন যেনো সবার জন্য নিরাপত্তা নিয়ে আসে।' দরিদ্র দেশের এই জনগন কতটুকু আনন্দের ছোয়াই বা পায়? তবুওতো তারা অসীম সাহসের সাথে জীবন নিয়ে যুদ্ধ করছে না পাওয়ার ব্যথা বুকে নিয়েই। নিরাপরাধ মানুষগুলোর বেচে থাকার অধিকারটুকু যেনো থাকে। অশ্রু সজল চোখ নিয়ে সবাইকে পেছনে রেখে অপালাকে আবার উড়তে হলো এই পাখীর কুজন, সোনাঝরা আলো, শ্যামলিমার মায়া ছাড়িয়ে নিরাপত্তা নামক সোনার হরিনের সন্ধানে।

তানবীরা তালুকদার ০৩।১২।২০০৫